মুক্তিযুদ্ধের পর এদেশে সব চাইতে বড় ঘটনা হলো জুলাই অভ্যুত্থান -মনির হায়দার

প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচীব (ঐকমত্য) সাংবাদিক মনির হায়দার বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের পর এদেশে সব চাইতে বড় ঘটনা হলো জুলাই অভ্যুত্থান। মুক্তিযুদ্ধের পর গত ৫৩ বছরে বাংলাদেশে এত বড় ঘটনা আর ঘটেনি। শুধু বাংলাদেশে নয় পৃথিবীর কোনো জায়গায় এতবড় ঘটনা ঘটেনি। যে ঘটনার মধ্যে দিয়ে সরকার, মন্ত্রী, এমপি এমনকি মসজিদের ইমাম পর্যন্ত পালিয়ে গেছে।

আজ শনিবার বিকালে গাংনী মিনি স্টেডিয়ামে জুলাই অভ্যুত্থান ফুটবল টূর্ণামেন্টের ফাইনাল খেলার উদ্বোধনপূর্ব সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মনির হায়দার আর বলেন, জুলাই পরবর্তী বাংলাদেশে বিএনপি জামায়াতে ইসলামী এনসিপিসহ অন্যান্য দল থাকবে। শুধু ফ্যাসিবাদ আওয়ামী লীগ থাকবেনা। এদেশ ফ্যাসিবাদ আর কখনো ফিরে আসতে পারবেনা উল্লেখ করে মনির হায়দার বলেন, বিএনপি জামায়াত এনসিপি রাজনৈতিক কারণে তর্ক বিতর্ক বা ঝগড়া করবে কিন্তু ফ্যাসিবাদের ব্যাপারে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা কেউ কারোর শত্রু না, আমাদের একমাত্র শত্রু ফ্যাসিবাদ।

মনির হায়দার বলেন, ফুটবল টূর্ণামেন্ট শুধু একটি খেলা নয়, খেলা আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দেই। জুলাই ২৪ আমাদের শিখিয়েছে ২০২৪ এর আগে এবং পরের বাংলাদেশে রাত আর দিনের সমান তফাৎ।

তিনি জুলাই প্রসঙ্গে আরও বলেন, জুলাইয়ের ঘটনা আমাদের আপন করতে হবে। জুলাই আন্দোলনকে আমাদের চলাই বলাই রাতে দিনে সব সময় স্বরণ করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)’র কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সহকারী অ্যাটর্ণী জেনারেল অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।

এসময় আরও বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

আনোয়ার হোসেন, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সামসুল আলম সোনা, ফুটবল টুর্ণামেন্টের আয়োজক গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু প্রমুখ।

পরে প্রধান অতিথি মনির হায়দার দু দলের ফুটবলারদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। এছাড়া ফুটবলে কিক দিয়ে খেলার উদ্বোধন।

জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

জুলাই-আগস্টের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিকে কেন্দ্র করে মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়াম মাঠে সামাজিক সংগঠন সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক (এসডিডব্লিউ)-এর আয়োজনে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মাসুদ অরুণ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

সংগঠনের সভাপতি এম এ বারী ফারুকের সভাপতিত্বে এবং আব্দুস সাত্তার মুক্তার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, এসডিডব্লিউ-এর সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, সদস্য তুহিন, মীর আব্দুল আলিম বকুলসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। শিশুদের জন্য ৫০ মিটার দৌড়, মোরগ লড়াই, বিস্কুট দৌড়ের মতো প্রতিযোগিতার পাশাপাশি রিকশা-ভ্যানচালক ও শ্রমিকদের ১০০ মিটার দৌড়, বয়স্কদের হাড়িভাঙ্গা খেলা, সবার জন্য উন্মুক্ত কলা গাছে ওঠা, যেমন খুশি তেমন সাজো এবং প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন ছিল।

ঝিনাইদহে ২আগস্ট পর্দা উঠছে রেডিয়েন্ট প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের

আগামী ২আগস্ট ঝিনাইদহে পর্দা উঠছে রেডিয়েন্ট প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের। গতকাল মঙ্গলবার রাতে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

সংবাদ সম্মেলন থেকে জানানো হয়, বাফুফের সহযোগিতায় জেলার বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে আগামী ২আগস্ট থেকে ফুটবল লীগ শুরু হবে। এবারের লীগে জেলার বিভিন্ন উপজেলার ১০টি ফুটবল একাডেমি অংশ নিবে। ২৯ বা ৩০ আগস্ট প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা হবার কথা রয়েছে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, ফুটবলের সৌন্দর্য ও খেলোয়াড়দের প্রতিভা তুলে ধরতে এবারের আয়োজন হবে আরও আকর্ষণীয় ও সুশৃঙ্খল।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, জেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক প্রভাষক এম আক্তার মুকুল, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি আহসানুজ্জামান ঝন্টু, সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম সংগ্রাম, নির্বাহী সদস্য নুরুদ্দিন পিকু, এ কে এম রেজাউল হাকিম পিকুল, হাসানুজ্জামান খোকো সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মাঝে জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জার্সি ও ফুটবল বিতরণ করা হয়।

মুজিবনগরে উপজেলা দিবস ও উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় উপজেলা দিবস ও উন্নয়ন মেলা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকাল থেকে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির মুজিবনগর সমৃদ্ধি শাখার উদ্যোগে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়।

মুজিবনগরের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রবীণ জনগোষ্ঠী, উন্নয়নে যুব সমাজ কর্মসূচির আওতায় যুব সমাজ, কৈশোর কার্যক্রমের আওতায় কিশোর কিশোরী, এছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন স্টলের মাধ্যমে সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে প্রতিটা ইভেন্ট হতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এছাড়া সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য বিশিষ্ট সাংবাদিক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আমজাদ হোসেন, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব সোহেল রানাকে বিশেষ সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয় ।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির পরিচালক কামরুল আলম এর সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মিজানুর রহমান উপজেলা শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মাহমুদুল হাসান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ রকিব উদ্দিন।

উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে সমৃদ্ধি কর্মসূচির পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী
হাসানুজ্জামান, সহকারি উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী, রহিম আক্তার। সভাপতি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

গাংনীতে পিএসকেএস এর উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

হাড়ি ভাঙ্গা, দড়িটানা, লাঠি খেলা, গান, কবিতা, নৃত্য, দৌড়, সাইকেল রেচ এমন অনেক বর্ণাঢ্য বিভিন্ন আয়েজনের মধ্য দিয়ে নবীণ, প্রবীণদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্যাতিক্রমী এক অনুষ্ঠান।

গতকাল শনিবার দিনব্যাপী গাংনী উপজেলার পীরতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) এমন এক ব্যাতিক্রমি আয়েজন করে। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায়, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির (পিএসকেএস) এর বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পালিত হয় উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন মেলা বার্ষিক ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক সম্মাননা প্রদান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান-২০২৫।

আনন্দঘন, উৎসব মুখর পরিবেশে- বার্ষিক ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ক্রীড়ার মধ্যে ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দৌড়, কিশোরীদের সাইকেল র্যালী, দৌড়। যুবদের ম্যারাথন দৌড়, ১০০ মিটার দৌড়, প্রবীণদের ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ, সুরের তালে বালিশ বদল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছিল ছড়া, গান, কবিতা ইত্যাদি।

এছাড়া প্রবীণ সম্মাননা, সন্তান সম্মাননা, যুব সম্মাননা, কৈশোর-মেন্টর সম্মাননা, সামাজিক ক্ষেত্রে অবদান এর জন্য সম্মাননা, ক্রীড়া সম্মাননা, সাংবাদিক সম্মাননা, উপজেলায় আয়োজিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার বিজয়ীদের পুরষ্কার প্রদান সহ ছিল বিভিন্ন বিষয়ক স্টল প্রদর্শনী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোঃ আনজুমান ইসলাম।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। আরো উপস্থিত ছিলেন, পিএসকেএস এর উপ-পরিচালক মোঃ কামরুল আলম, উপজেলা কর্মসূচী সমন্বয়কারী মোঃ জামিদুল

ইসলাম, সহকারী উপজেলা কর্মসূচী সমন্বয়কারী মোঃ রাকিবুল ইসলাম, সাংবাদিক আকতারুজ্জামান ও জুলফিকার আলী কানন।

অনুষ্ঠান দেখতে এলাকার শতশত নারী পুরুষ অংশ গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি বিজয়ীদের হাতে পুরুস্কার তুলে দেন।

গাংনীতে জুলাই অভ্যুত্থান প্রমিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে জুলাই অভ্যুত্থান প্রমিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকালে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে ঢাকা বিভাগ প্রমিলা ফুটবল একাশদকে ১-০ গোলে হারিয়ে উদ্বোধনী ম্যাচ জয়লাভ করে রংপুর বিভাগ প্রমিলা ফুটবল একাদশ।

মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন।

এসময় গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। খেলায় ধারাভাষ্যকার ছিলেন বিএনপি নেতা সুলেরী আলভী।

টুর্নামেন্টে ঢাকা, রংপুর, কুষ্টিয়া মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার ১৬ টি প্রমিলা টিম অংশ নিচ্ছে।

দীর্ঘদিন পর ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন হওয়ায় এলাকার প্রায় অর্ধলক্ষ নারী পুরুষ উপভোগ করেন। মিনি স্টেডিয়ামে কানায় কানায় দর্শক উপস্থিত ছিলেন। এসময় বিভিন্ন বয়সী নারীরা খেলাটি উপভোগ করেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

В ходе подготовки материалов для этой статьи мне: довелось пару раз, посмотреть как работают люди на производстве по изготовлению пластиковых окон. Это очень интересно, когда видишь как из кучи профилей, стекла и фурнитуры, получается готовое изделие. Но, наблюдая за работой, я обратил внимание на то, что многие операции выполняются вручную, и это меня удивило. Ведь, казалось бы, в наше время автоматизации, многие процессы должны быть полностью автоматизированы. Но, как оказалось, это не так. Многие операции все еще выполняются вручную, и это, как мне кажется, не совсем правильно. Ведь, если бы все операции были автоматизированы, то это бы значительно ускорило процесс производства, и снизило бы количество брака. Но, к сожалению, это не так. Многие операции все еще выполняются вручную, и это, как мне кажется, не совсем правильно.

Например, при установке стеклопакета, его нужно вставить в раму, и закрепить. Это делается вручную, и это очень трудоемкий процесс. Я попробовал сам это сделать, и у меня это получилось не с первого раза. Стеклопакет очень тяжелый, и его нужно аккуратно вставить в раму, чтобы не повредить его. Это очень ответственная операция, и она требует определенных навыков. Я думаю, что если бы эта операция была автоматизирована, то это бы значительно ускорило процесс производства, и снизило бы количество брака.

Также, при установке фурнитуры, нужно сверлить отверстия в профиле, и устанавливать ручки, замки, и другие элементы. Это также делается вручную, и это также очень трудоемкий процесс. Я попробовал сам это сделать, и у меня это получилось не с первого раза. Отверстия нужно сверлить очень точно, чтобы ручки и замки потом правильно работали. Это очень ответственная операция, и она также требует определенных навыков. Я думаю, что если бы эта операция была автоматизирована, то это бы также значительно ускорило процесс производства, и снизило бы количество брака.

Также я хочу отметить, что многие операции выполняются очень быстро, и работники не успевают обращать внимание на качество. Например, при установке стеклопакета, его нужно вставить в раму, и закрепить. Это делается очень быстро, и работники не успевают обращать внимание на качество. Я думаю, что если бы работники обращали внимание на качество, то это бы значительно снизило количество брака.

Технология по изготовлению пластиковых окон

Недавно прочитал статью ‘Технология-Производства окон’ Автор очень подробно описал весь процесс—Начиная выбором профиля, заканчивая установкой готового изделия. Статья мне понравилась, но некоторые моменты вызвали у меня вопросы. Например, автор пишет, что для сварки профиля используется специальный аппарат, который нагревает концы профиля до определенной температуры. Но не указывает, какая именно температура должна быть. Я попробовал найти эту информацию в интернете, но не нашел. Возможно, я плохо искал. Если кто-то знает, какая температура должна быть, напишите, пожалуйста.

বিসিসিআই সূত্রে দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, ইংল্যান্ড সফরের আগে এমন সময়ে কোহলির এমন সিদ্ধান্তে বোর্ড চিন্তিত। রোহিত শর্মার টেস্ট অবসর ঘোষণার দুই দিনের মাথায় এলো এই খবর। সামনে পাঁচ টেস্টের ইংল্যান্ড সফর, যেখানে কোহলি না থাকলে ভারতের টেস্ট দল হয়ে পড়বে অভিজ্ঞতাহীন।

ভারতের হয়ে ১২৩টি টেস্টে ৯২৩০ রান করা কোহলির গড় ৪৬.৮৫। তবে গত পাঁচ বছরে তার গড় নেমে এসেছে ৩৭ ম্যাচে ১,৯৯০ রান এবং মাত্র তিনটি শতকে। সাম্প্রতিক অস্ট্রেলিয়া সফরে তার গড় ছিল মাত্র ২৩.৭৫। অফ স্টাম্পের বাইরের বলে সাতবার আউট হয়ে আরও একবার সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি।

গত মার্চে এক অনুষ্ঠানে কোহলি বলেছিলেন, ‘আমার আর হয়তো কোনো অস্ট্রেলিয়া সফর বাকি নেই।’ এমন নয় যে ব্যাট হাতে কোহলি পুরোপুরি ছন্দহীন। চলতি আইপিএলে ১১ ম্যাচে ৫০৫ রান করে তিনি রয়েছেন দুর্দান্ত ফর্মে। কিন্তু টেস্ট ফরম্যাটের ধৈর্য ও মানসিক চাপ—দুটি বিষয়েই হয়তো তিনি ক্লান্ত।

টেস্ট থেকে অবসরের আগে কোহলি ইতোমধ্যেই টি–টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক থেকে বিদায় নিয়েছেন। তখন ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে বিদায় নিয়েছিলেন। এবার যদি টেস্টকেও বিদায় জানান, তাহলে দীর্ঘ এক যুগের পরিসমাপ্তি ঘটবে। ২০১৪ থেকে ২০২২—ভারতের টেস্ট দলের নেতৃত্বে ছিলেন কোহলি।

নতুন টেস্ট চক্রের অধিনায়ক হিসেবে শুবমান গিলের নাম শোনা যাচ্ছে জোরেশোরে। তবে কোহলি ও রোহিতের অনুপস্থিতিতে নতুন প্রজন্মের জন্য এটা বড় পরীক্ষার মঞ্চ।

যদিও কোহলির বিদায়ের ঘোষণা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জানা যায়নি। বোর্ডের অনুরোধে অন্তত এক সিরিজের জন্য কোহলি টেস্ট আঙিনায় ফেরেন কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

সূত্র: যুগান্তর

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা নিয়ে হতাশার সূর কমিটির সদস্যর

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন ক্রীড়াবিদ ও জেলা ক্রীয়া সংস্থার অ্যাডহক কমিটির সদস্য এ এস লিটন।

আজ মঙ্গলবার তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে তিনি লিখেছেন, ‍“মেহেরপুরে একটি বিশাল সংস্থা রয়েছে! যেটির নাম মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা! মেহেরপুর জেলার সব ধরনের খেলাধুলার নিয়ন্ত্রক এই জেলাক্রিড়া সংস্থাটি! যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে-সেই বলয়ের মানুষগুলি দ্বারাই এটি পরিচালিত হয়।



বিগত দিনে আমরা এমনটিই দেখে এসেছি! জেলা ক্রীড়া সংস্থাটির কার্যক্রম নিয়ে জেলার সাধারণ মানুষের কখনো কোনো মাথাব্যথা দেখেনি! কিছু মানুষের মাথাব্যথা দেখা দিলেও ক্ষমতাবানদের দাপটে চুপ থাকতে বাধ্য হয়েছে! মেহেরপুরের ক্রীড়ঙ্গনের বিভিন্ন মানুষ ও খেলায়াড় গণ বারবার মুখ খোলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে!

একটি বৃহৎ অপশক্তি এটিকে ভোগ দখল করেছে বারবার। ভিতর ও অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো রয়েছিল সব সময় ধোঁয়াশা স্বেচ্ছাচারিতায় ভরপুর।

বর্তমান সময়টা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে চলছে এমনটি আমাদের বাহ্যিক চোখে দৃশ্যমান। আমি জেলা ক্রীড়া সংস্থার অযোগ্য একজন অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সদস্য।

এই নিরপেক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ভেবেছিলাম মেহেরপুরে ক্রীড়াঙ্গনকে মন্থর গতি থেকে বের করে নিয়ে আসা যায় কিনা। হয়তো সে আসার গুড়ে বালি হতে চলেছে। সেই আগেকার মতই এখনো কোন এক অদৃশ্য শক্তি

দ্বরাই পরিচালিত হচ্ছে এই সংস্থাটি। এই সংস্থাটির মধ্যে কি আছে জানিনা -ভিতরে বাহিরে এটিকে নিয়ে ষড়যন্ত্র চলে সবসময়। এ বছরে এই সংস্থাটির মাধ্যমে প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ দিয়ে কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন দুর্নীতির অজুহাতে বিলম্বিত ও না হওয়ার উপক্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে! এ বিষয়টা নিয়ে আমরা অত্যন্ত -মর্মাহত দুঃখিত-ও ব্যথিত। তবে যে কয়দিন আছি চেষ্টা ও যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে- এখনো পুরোপুরি হতাশ নয়!

নিভু নিভু আলো উজ্জ্বলতা ফিরে পায় কিনা আর কয়দিন দেখি। আলো নিভার আগেই সরে আসব ইনশাআল্লাহ।”